ফর্ম নং J(2)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য

২০০৭ সালের ডব্লিউ. পি. এ. ৬২৩৫

বসন্ত কুমার রায়

বনাম

কলকাতা কলকাতা পৌরনিগম এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী অলক কুমার ঘোষ
		শ্রী দিলীপ কুমার চ্যাটার্জি
কে. এম. সি-র জন্য	:	শ্রী রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়
		শ্রীমতি তনুশ্রী দাশগুপ্ত
শুনানি শেষ হয়েছে :		২৩.১১.২০২৩
বিচার	**:**	**২৩.১১.২০২৩**

বিচারপতি, সৌগত ভট্টাচার্য :-

রিট পিটিশনটি কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সি-শ্রেণীর কর্মচারী (এরপর থেকে "কেএমসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটি ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পৌর কমিশনার কর্তৃক জারি করা শাস্তিমূলক আদেশে পরিণত হয়।

আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ঘোষ বিশেষভাবে জমা দিয়েছেন যে, ২০০৫ সালের ৩১শে আগস্ট শাস্তির চূড়ান্ত আদেশ প্রাপ্তির পর ২০০৫ সালের ৩০শে অক্টোবর আবেদনটি পেশ করা হয়েছিল, যেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই ধরনের আবেদনকে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তবে আবেদনকারীর মতে, ২০০৫ সালের ৩০শে অক্টোবরের আবেদনটি এমন কোনও ফলাফল আনতে পারেনি যা বর্তমান বিজ্ঞতার আবেদনের সূত্রপাত করে যেখানে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের শাস্তির আদেশ জারি করার পাশাপাশি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং ২০০৬ সালের ২১৫শে সেপ্টেম্বরের মেয়রের আদেশ।

আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করার সময় আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, চার্জশিটটি যুগ্ম পৌর কমিশনার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল, যিনি প্রথমে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে চূড়ান্ত শাস্তির আদেশ পৌর কমিশনার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল। তবে কলকাতা পৌর কমিশন আইন, ১৯৮০ (এরপরে "১৯৮০ সালের উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৮ এবং ধারা ২১ অনুসারে, যুগ্ম পৌর কমিশনার বা পৌর কমিশনার কেউই শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমোদিত নন।

এছাড়াও তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, এর কোনও কারণ নেই। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, পৌর কমিশনারের চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি আরোপের আদেশটি বিকৃত এবং উক্ত শাস্তি তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সবশেষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের উক্ত আইনের ২১(৫) ধারা অনুযায়ী, চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি আরোপের জন্য পৌর পরিষেবা কমিশনের সাথে পূর্বে পরামর্শ করা প্রয়োজন, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীর উপর শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে পৌর পরিষেবা কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে যা ধারা ২১(৫) এর অধীনে থাকা বিধানগুলিকে লঙ্ঘন করে।

এছাড়াও, আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তৎকালীন পৌর কমিশনার কর্তৃক জারি করা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখের সার্কুলার, যা কলকাতা পৌরসভার পক্ষে ব্যবহৃত ‘বিরোধিতার হলফনামার’ ৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। উক্ত সার্কুলারে, অনিবার্য পরিস্থিতিতে ‘খ, গ এবং ঘ শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রে পৌর কমিশনার কর্তৃক শৃঙ্খলামূলক আদেশ’ প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়রের পক্ষে আপিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখের এই সার্কুলারের প্রেক্ষিতে, রিট পিটিশনটি 2000 সালের WPA 1358 (শ্রীমতী কুসুম রায় ও অন্যান্য বনাম কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ও অন্যান্য) -এর উপর ১৫ই জুন, ২০১৫ তারিখের একটি সমন্বয় বেঞ্চের একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইনে থাকা প্রাসঙ্গিক বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখের উক্ত সার্কুলারটি, যেখানে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের মেয়রকে আপিলের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তা সমন্বয় বেঞ্চ অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সময়, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করার সময় পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনারের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে কারণ ১৯৮০ সালের উক্ত আইনের ধারা ২১ এর অধীনে এটি বিবেচনা করা হয়নি। আবেদনকারীর মতে, যদি ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখের উক্ত সার্কুলারটি পাস করতে পারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরীক্ষায় বর্তমান পরিস্থিতিতে কলকাতা পৌরসংস্থার কিছু যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু ১৫ জুন, ২০১৫ তারিখে কুসুম রায় (সুপ্র) এর সমন্বয় বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত অপ্রকাশিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, মেয়র আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারবেন না এবং পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনারও শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।

কুসুম রায় মামলার (উপরে) সিদ্ধান্তের পটভূমিতে পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনারের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার এবং মেয়রের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা সম্পর্কিত আবেদনকারীর পক্ষ থেকে গৃহীত সুনির্দিষ্ট বিষয়টি খুঁজে পাওয়ার পর, আদালত কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ চ্যাটার্জির কাছে প্রশ্ন তুলেছেন যে, পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনার কীভাবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং মেয়র কোথা থেকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবীকে ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তির আদেশকে প্রমাণ করার জন্য প্রথমে এই প্রাথমিক সমস্যাটি সমাধান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

কেএমসির পক্ষে উপস্থিত শ্রী চ্যাটার্জি দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, যদি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চেয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক কার্যধারার সমাপ্তির পর আদেশ প্রদান করে, তাহলে একই আইন প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে না

অতএব, পৌর কমিশনারের নির্দেশে ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের আপত্তিকর আদেশ জারি করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি আরোপের কোনও ত্রুটি নেই। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে শ্রী চ্যাটার্জি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন:

i. **(১৯৯৭) ৩ এস. সি. সি. ৩৭১ (বলবীর চাঁদ-বনাম-ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ও অন্যান্যরা);**
ii. **(২০০৬) ৪ এস. সি. সি. ৩২৮ (এ সুধাকর-বনাম-পোস্টমাস্টার জেনারেল, হায়দ্রাবাদ ও আরেকজন);**
iii. **(২০০৭) ১০ এস. সি. সি ৬৬২ (গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড-বনাম-বাবু থমাস);**
iv. **(২০১৩) ১০ এস. সি. সি ৩৯ (উত্তর প্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড-বনাম-আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে বীরেন্দ্র লাল (মৃত));**
v. **এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর-বনাম-পি. আর. শান্তারামের ক্ষেত্রে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের একটি রায়ের উপরও নির্ভর রাখা হয়েছে;**
vi. **(২০০৭) ৪ সিএইচএন ৭৮৯ (পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ও অন্যান্য বনাম-শ্যামানন্দ ঝা এবং অন্যান্যরা)।**

কে. এম. সি-র মতে, যেহেতু পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনার উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হওয়ায় শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা সমাপ্তির উপর শাস্তির আদেশ জারি করেছিলেন এবং ২০০৫ সালের ৩০শে অক্টোবর মেয়র ও মেয়রের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছিল এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার সময় ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬-এর আদেশের মাধ্যমে শাস্তির আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছিল, ধারা ২১ (৪)-এর অধীনে বিবেচিত আপিল করার অধিকার অস্বীকার করা হয় না এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির কোনও লঙ্ঘন হয় না।

যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তুলনায় নিম্ন পদমর্যাদার কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার অধিকারী নন, তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদার কর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ প্রদানের অধিকারী এবং বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু ৩০শে অক্টোবর, ২০০৫ তারিখে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তাই শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং মেয়রের আদেশে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ আবেদনকারীকে প্রাসঙ্গিক আইনগত বিধান অনুসারে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করে এই আদালত ১৯৮০ সালের উক্ত আইনের ১৮ ধারা এবং ২১ ধারা উদ্ধৃত করা উপযুক্ত বলে মনে করে এবং সেগুলি নিম্নরূপ –

"১৮. নিয়োগ কর্তৃপক্ষ–এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদের ক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ হবেন-

(ক) ক শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রে, পৌর কমিশনার,

(খ) খ শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রে, একজন যুগ্ম পৌর কমিশনার, এবং

(গ) গ শ্রেণীর পদ এবং ঘ শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের সেই কর্মকর্তা বা কর্মকর্তা যাদের পৌর কমিশনার, মেয়র-পরিষদের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই উদ্দেশ্যে মনোনীত করতে পারেন।"

"২১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা এবং আচরণ

(১) যদি এর বিপরীত কিছু না থাকে, তাহলে কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্পূর্ণ সময় কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং কর্পোরেশন যেভাবে উপযুক্ত মনে করবে, তাকে কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত করা যেতে পারে। এই ধরনের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে একই বেতন স্কেলের এক পদ থেকে অন্য পদে বদলি করা যেতে পারে।

(২) কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠান গঠনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৩) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বর্ধিতকরণ বা পদোন্নতি স্থগিত রেখে, আশ্বস্ত, জরিমানা, জরিমানা করা যেতে পারে, কর্পোরেশনের কাছে তার দ্বারা সৃষ্ট কোনও আর্থিক ক্ষতির পুরো বা আংশিক বেতন থেকে আদায় করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতনের সময়-মাত্রায় নিম্ন পর্যায়ে হ্রাস করা যেতে পারে, বেতন, গ্রেড, পদ বা পরিষেবার নিম্ন সময়-মাত্রায় হ্রাস করা যেতে পারে, বা বিভাগীয় বিধি বা শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য বাধ্যতামূলক অবসর বা অপসারণ বা চাকরি থেকে বরখাস্ত দ্বারা শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, বা দায়িত্ব অবহেলার জন্য বা অন্যান্য অসদাচরণের জন্য, যার দ্বারা এই ধরনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন।

(৩এ) বিভাগীয় কার্যধারা মুলতুবি রেখে অথবা কর্পোরেশনের কোনও কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনও বিভাগীয় কার্যধারা শুরু করার আগে কমিশনার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের আদেশ দিতে পারেন।

(৩বি) (i) কর্পোরেশনের কোনও কর্মচারী যিনি ফৌজদারি অভিযোগে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন, তাঁকে আটকের তারিখ থেকে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের আদেশে বরখাস্ত করা যেতে পারে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কর্মচারী বরখাস্ত থাকবেন।

(ii) কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী যিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে সাজা বা কারাবাস ভোগ করছেন ফৌজদারি অভিযোগে, দ্বারা স্থগিত করা হবে

তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম মুলতুবি রেখে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।]

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হবে---

(ক) কর্পোরেশনের কাছে যেখানে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলেন মেয়র-ইন-কাউন্সিল

(খ) 'ক' বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে মেয়রকে।

(গ) বি শ্রেণীর পদে অধিষ্ঠিত কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে পৌর কমিশনারকে; এবং

(ঘ) একজন যুগ্ম পৌর কমিশনারকে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে যিনি একটি বিভাগ সি পদ বা বিভাগ ডি পদে অধিষ্ঠিত।

(৫) পৌর পরিষেবা কমিশনের [বা, ক্ষেত্রমত, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের] সুপারিশে নিযুক্ত কর্পোরেশনের কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পদমর্যাদায় হ্রাস, অপসারণ বা বরখাস্ত করা হবে না, যদি না এই ধরনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় কমিশন। "

এটি অনস্বীকার্য যে আবেদনকারী সি বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই ১৮ (সি) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পৌর কমিশনার হিসাবে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বা আধিকারিকরা, কাউন্সিলের মেয়রের পূর্বানুমোদনক্রমে, সি এবং ডি বিভাগের পদে নিয়োগের বিষয়ে মনোনীত করতে পারেন, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

ধারা ২১ নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা এবং -কে স্বীকার্য করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ এবং এর ৩ নং উপ-ধারা ২১ বিশেষভাবে উক্ত কর্মচারীকে নিয়োগকারী কর্মচারীর উপর শাস্তিমূলক আদেশ

জারি করার কর্তৃত্ব প্রদান করে। ধারা ২১ (৪) আপিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে এবং কে. এম. সি-র কর্মচারীদের গ্রেডেশনের বিষয়টি বিবেচনা করে কে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারে। ধারা ২১ (৪) (ডি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে যুগ্ম পৌর কমিশনার হলেন 'সি' পদ বা 'ডি' বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ। অতএব ধারা ১৮ এবং ধারা ২১-এর যৌথ পাঠের পরে এটি প্রমাণিত হয় যেহেতু আবেদনকারী 'সি' বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ধারা ১৮ (সি)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কর্মকর্তা হলেন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যিনি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারেন এবং যুগ্ম পৌর কমিশনার হলেন আপিল কর্তৃপক্ষ।

এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যুগ্ম পৌর কমিশনার কি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জারি করতে পারেন এবং পৌর কমিশনার কি ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের আদেশ জারি করে শাস্তি আরোপ করতে পারেন, যেমনটি এখানে পাওয়া গেছে। কুসুম রায় (উপরে)-এর মামলায় সমন্বয়কারী বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পটভূমিতে বিষয়টি নির্ধারণ করা প্রয়োজন; এই আদালত কুসুম রায় (উপরে)-এর মামলায় প্রদত্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা 'যথাযথ' বলে মনে করেন:

" শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বলে দাবি করা পৌর কমিশনার ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখের বিতর্কিত আদেশ পাস করেছেন। কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে এখতিয়ারের অভাবের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০-এর ১৮ নং ধারায় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এর ২১ নং ধারায় কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলা ও আচরণের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান মামলায় রিট আবেদনকারীকে 'বি' বিভাগের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৮০ সালের আইনের ১৮ (খ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে মূল রিট আবেদনকারীকে 'বি' বিভাগের কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ হলেন যুগ্ম পৌর কমিশনার। ১৯৮০ সালের আইনের ২১ (৩) ধারা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে বিভাগীয় নিয়ম বা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন বা দায়িত্বের অবহেলা বা অন্যান্য অসদাচরণের জন্য শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয়। ২১ (৩) ধারার অধীনে এই ধরনের শাস্তি সেই কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদান করতে হবে যার দ্বারা এই ধরনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯৮০ সালের আইনের ২১ (৩) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে মূল রিট আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হলেন যুগ্ম পৌর কমিশনার। ১৯৮০ সালের আইনের ২১ (৪) ধারা ২১ ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুর কমিশনারের কাছে আপিল করার অনুমতি দেয়। অফিসার বা কর্মচারী যিনি 'বি' বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত।

২১ (৪) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে মূল রিট আবেদনকারীর জন্য আপিল কর্তৃপক্ষ পৌর কমিশনার।

বর্তমান ক্ষেত্রে পৌর কমিশনার শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সালের আইনের ২১ (৩) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে মূল রিট আবেদনকারীর জন্য পৌর কমিশনার শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ নন। কর্তৃপক্ষের এই আচরণ তিনটি ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। প্রথমত, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ২০০২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখের সার্কুলারের ভিত্তিতে মূল রিট আবেদনকারীকে আপিল কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করা হয়নি কারণ এই ধরনের সার্কুলারে বিধান করা হয়েছে যে পৌর কমিশনার কর্তৃক শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে মেয়র-ইন-কাউন্সিলের কাছে আপিল করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুগ্ম পৌর কমিশনারের চেয়ে উচ্চতর পদে থাকা পৌর কমিশনার যুগ্ম পৌর কমিশনারের সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে পারতেন। তৃতীয়ত, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের আদেশের সময় সীমাবদ্ধতার কারণে এবং যেহেতু একজন যুগ্ম পৌর কমিশনার কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ ছিলেন না, তাই পৌর কমিশনার আবেদনটি বিবেচনা করেছিলেন এবং শাস্তি প্রদানের জন্য তাঁর যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করেছিলেন।

২০০২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সার্কুলারটি অভিযুক্ত আদেশটি পাস করার পরে। সার্কুলারে কোনও পূর্ববর্তী প্রভাব দেওয়ার কথা বলা হয়নি। যে তারিখে অভিযুক্ত আদেশটি ছিল পাস হলে, সার্কুলারটি কার্যকর ছিল না কোনো ক্ষেত্রেই, বিজ্ঞপ্তি ১৯৮০ সালের আইনের ১৮ ও ২১ ধারার পরিপন্থী। কর্তৃপক্ষকে এখতিয়ার প্রদানের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না যা আইনটি প্রদান করে না।

১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের পৌর কমিশনার জারি করেছেন। ১৯৮০ সালের আইন কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের পৌর কমিশনারকে এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুমতি দেয় না। ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি ১৯৮০ সালের আইনের বিধানের বাইরে। তাই বিজ্ঞপ্তিটি বৈধ নয়।

বর্তমান ক্ষেত্রেও সার্কুলারটি আকৃষ্ট হয় না কারণ এটি বিতর্কিত আদেশের পরে জারি করা হয়েছে। অতএব, ২০০২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সার্কুলারটি (এস. আই. সি) কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে পৌর কমিশনারকে এই আদেশ পাস করার ন্যায্যতা প্রদানে সহায়তা করে। ১৮ ও ২১ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পৌর কমিশনার শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ নন ১৯৮০ সালের আইন। উপরন্তু, একটি আপিল কর্তৃপক্ষ রিট পিটিশনের জন্য উপলব্ধ কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছিল যখন পৌর কমিশনার শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই যুক্তি যে মেয়র-ইন-কাউন্সিল হতে পারে তার কোনও ভিত্তি নেই। ১৯৮০ সালের আইনটি অনুমান করে না যে ১৯৮০ সালের আইনের ২১ (৩) ধারার অধীনে পাস করা একটি আদেশ থেকে মেয়র-ইন-কাউন্সিলের কাছে আপিল করা যেতে পারে। অভিযুক্ত আদেশটি ১৯৮০ সালের আইনের ১৮ এবং ২১ ধারার লঙ্ঘন এবং টিকিয়ে রাখা যায় না। একই কারণে ন্যায্যতার তিনটি ভিত্তি গ্রহণ করা হয় না। "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

কেএমসির প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হয়েছে যে রায়টি কি

১৫ই জুন, ২০১৫ তারিখে কুসুম রায় (উপরে)-এর বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে কি না। কে. এম. সি-র পক্ষ থেকে জমা দেওয়া তথ্য থেকে মনে হয় যে ১৫ই জুন, ২০১৫ তারিখের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা হয়নি।

তথ্যের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, মেয়র ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের আদেশ পাস করার সময় আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কুসুম রায়ের (উপরে) ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখের সার্কুলারের শক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করার জন্য অনুমোদিত নন।

এটি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন যে ৩০শে অক্টোবর, ২০০৫ তারিখের উপস্থাপনাটি কোনও আপিল ছিল না কারণ "বিষয়" শিরোনামে উক্ত উপস্থাপনায় বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে "উপস্থাপনাটি আপিল নয়"।

কুসুম রায়ের (উপরোক্ত) সমন্বিত বেঞ্চের রায় থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এটি নিরাপদে উপসংহারে আসা যেতে পারে যে আবেদনকারী যেহেতু সি বিভাগের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনার বা মেয়র কেউই হিসাবে কাজ করার জন্য অনুমোদিত ছিলেন না যথাক্রমে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষ।

এটা একটা সাধারণ আইন যে আপিল করার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার; আইনে নির্দিষ্ট বিধান না থাকলে মেয়র আপিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হরণ করতে পারবেন না এবং ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের আদেশ জারি করতে পারবেন না। পৌর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নিশ্চিত করে, যিনি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার জন্যও অনুমোদিত ছিলেন না। নির্দিষ্ট আপিল বিধানের অভাবে আবেদনকারীকে মেয়রের কাছে আপিল/দ্বিতীয় আপিল/পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রাসঙ্গিক আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় না যে ধারা ২১(৪) ব্যতীত এমন কোনও আপিল বিধান বিদ্যমান রয়েছে যা গ শ্রেণীর পদে থাকা আবেদনকারীকে ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের পৌর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেয়।

কেএমসির পক্ষে উপস্থিত শ্রী চ্যাটার্জি এই আদালতের সামনে প্রমাণ করার জন্য উপরে উল্লিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যে শ্রেণিবিন্যাসের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ প্রদানের জন্য অনুমোদিত। কিন্তু এই রায়গুলি পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে সর্বোচ্চ আদালত উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে শাস্তির আদেশ প্রদানের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করার এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সামনে শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল/দ্বিতীয় আপিল/সংশোধনের সুযোগ বিবেচনা করে শাস্তির আদেশ প্রদানের অনুমতি দিয়েছে।

পি.আর. সান্থারাম (উপরে) মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ পর্যালোচনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ রিট আবেদনকারী আপিল করার অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শ্যামানন্দ ঝা (উপরে) মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিলের আদেশ বাতিল করে দেয় কারণ বাস্তব সময়ে কোনও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল না এবং বোর্ডের সভাপতি যিনি শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাকে অবৈধ বলে গণ্য না করার জন্য আপিল আদেশের কোনও বিধান অনুপস্থিত ছিল। বর্তমান মামলায় ধারা ২১(৪) আপিলের বিধান প্রদান করে এবং একই পৌর কমিশনার/যুগ্ম পৌর কমিশনার আপিলের অধিকার অস্বীকার করে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন।

বর্তমান মামলায়, আইনের পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে আবেদনকারীর জন্য আপিল/দ্বিতীয় আপিল/সংশোধনের কোনও দরজা খোলা নেই, কারণ যুগ্ম পৌর কমিশনার ধারা 21(4)(d) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে চার্জশিট জারি করেছেন এবং

ধারা ২১(৪)(গ) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ পৌর কমিশনার শাস্তির আদেশ জারি করলে, এর ফলে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের আদেশ এবং পৌর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত ৩১শে আগস্ট, ২০০৫ তারিখের আদেশ উভয়ই বাতিল করা হল।

যেহেতু এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী অবসর গ্রহণ করতেন যদি তার উপর শাস্তির আদেশ জারি না করা হত, ৩১শে অক্টোবর, ২০১০, তাই আবেদনকারীকে তার পদে পুনর্বহাল করার কোনও সুযোগ খোলা নেই।

যে সময়কালে আবেদনকারী শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করার কারণে কাজ করতে পারেননি এবং কোনও বেতন দেওয়া হয়নি, কেএমসি-র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পিছনের বেতনের ৫০ শতাংশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারী ৩১শে আগস্ট, ২০১০ তারিখে অবসর গ্রহণের কারণে পেনশন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কেএমসির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ৩১শে অক্টোবর, ২০১০ তারিখে অবসর গ্রহণের তারিখে আবেদনকারীকে নিয়মিত চাকরিতে নিয়োগের মাধ্যমে আবেদনকারীর অনুকূলে পেনশন সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

এই আদেশের তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে বকেয়া বেতন প্রদান করতে হবে।

পেনশন সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রয়োজনীয় হিসাব সম্পন্ন করার পর, কেএমসির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই আদেশের তারিখ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে গ্র্যাচুইটি এবং ভবিষ্য তহবিল সহ পেনশন সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তা পরিশোধ না করা হয়।

উপরোক্ত নির্দেশের সাথে, রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে তা স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি, সৌগত ভট্টাচার্য)

১৩/সিটি১৫ আরকেডি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal